ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৬২

আগরতলা,২৮ নভেম্বর,২০২৪

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মৎস্যচাষিদের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা

রাজ্যে মৎস্য চাষের এলাকা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : মৎস্যমন্ত্রী

রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের মৎস্যচাষিদের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও রাজ্যে মৎস্য চাষের এলাকা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সুকান্ত একাডেমির অডিটোরিয়ামে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মৎস্যচাষিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন প্রায় ৩২ হাজার মেট্রিকটন মাছের চাহিদা রয়েছে। বহির্রাজ্য বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চাহিদা অনুযায়ী মাছ আমদানি করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করতে পারলে ৩২ হাজার মেট্রিকটন মাছের চাহিদা খুব সহজেই মেটানো সম্ভব। তাই রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন প্রকল্পে মৎস্যচাষিদের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস আরও বলেন, মাছ চাষের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের আত্মনির্ভর করা ও রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই আজকের অনুষ্ঠানে মৎস্যচাষিদের বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই সহায়তা নিয়ে মৎস্যচাষিরা স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন। তিনি বলেন, আগামীদিনে রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও নতুন জলাশয় খনন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও পরিত্যক্ত জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে মৎস্য চাষের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় রাজ্যের মৎস্যচাষিদের মাছ বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য ভর্তুকিমূল্যে আইস বক্স সহ ৩ চাকা ও ৪ চাকার গাড়ি দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী বলেন, রাজ্য সরকার কৃষি কাজ, মাছের চাষ, প্রাণীপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করে স্বনির্ভর করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মাছের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যকে আমরা সকলে মিলে বাস্তবায়িত করতে চাই। এজন্য তিনি সকলকে সরকারি সহায়তা নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস। মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার অনুষ্ঠানে জানান, পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমার মৎস্যচাষিদের বিভিন্ন প্রকল্পে মৎস্য চাষে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ২৬৮জন মৎস্যচাষিকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় ২০০টি পরিবারকে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ৪ জনকে থ্রি হুইলার আইস বক্স সহ গাড়ি, ৪ জনকে আইস বক্স সহ বাইসাইকেল, ১ জনকে লাইভ ফিস ভেন্ডিং সেন্টার দেওয়া হয়েছে। ৪৬ জনকে ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে আর্থিক সহায়তা, ৭ জনকে নতুন পুকুর খননের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। মঞ্চে অতিথিগণ জেলার প্রতি মহকুমার ১০ জন করে সুবিধাভোগীর হাতে এই সহায়তা তুলে দেন।

*****